জাহানারা চরিত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিরচিত সাজাহান নাটকে নারীচরিত্র সৃষ্টির মধ্যে ও অত্যন্ত উজ্জ্বলতার পরিচায়ক হয়েছে জাহানারা চরিত্রটি। নাটকের কল্পনায়, আদর্শের আভিজাত্যে জাহানারা সহজেই আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। জাহানারা ও রোশনারা, দুজন। সাজাহানের দুই কন্যা — জাহানারা আজীবন কারার সাজাহানের অসুস্থতার সময় সিংহাসন দখল শুরু হয়েছিল, তখন জাহানারা জন্য যে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব শুরু, রোশনারা ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দারার পক্ষে এবং রোশনারা ঔরংজীবের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

জাহানারা প্রথম থেকেই দারাকে সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁহার পিতাও তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং অন্য তিন ভ্রাতার বিদ্রোহকে তিনি যুদ্ধ সেনাপতিত্ব, অভিমানী স্নেহশীল পিতাকে তিনি বোঝান — 'প্রজা রাজার উপর যুদ্ধ তুলেছে। সে যুদ্ধ তার নিজের সন্তান হোক।' আর বিদ্রোহী যদি পুত্রও হয়, তাহলেও পিতার তাকে বলপূর্বক শাসন করতে হবে —' বিপক্ষে জাহানারা 'পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে।' 'সম্রাট কি কেবল পুত্র তোমার যে — 'প্রজা বিদ্রোহী হলে সম্রাট কি তাকে ছেড়ে দিবেন?' বলে ক্ষমা করবেন? স্নেহ কি কর্তব্যকে ছাপিয়ে উঠবে?' সাজাহান যেখানে পুত্রের প্রতি দুর্বল স্নেহ, ও পুত্রের জন্য বিপরীত মেয়ের — প্রেম আবেশে আসক্ত জাহানারা সেখানে ঠিক বিপরীত কর্তব্য বুদ্ধিতেই এমন প্রতিষ্ঠিত হেন।
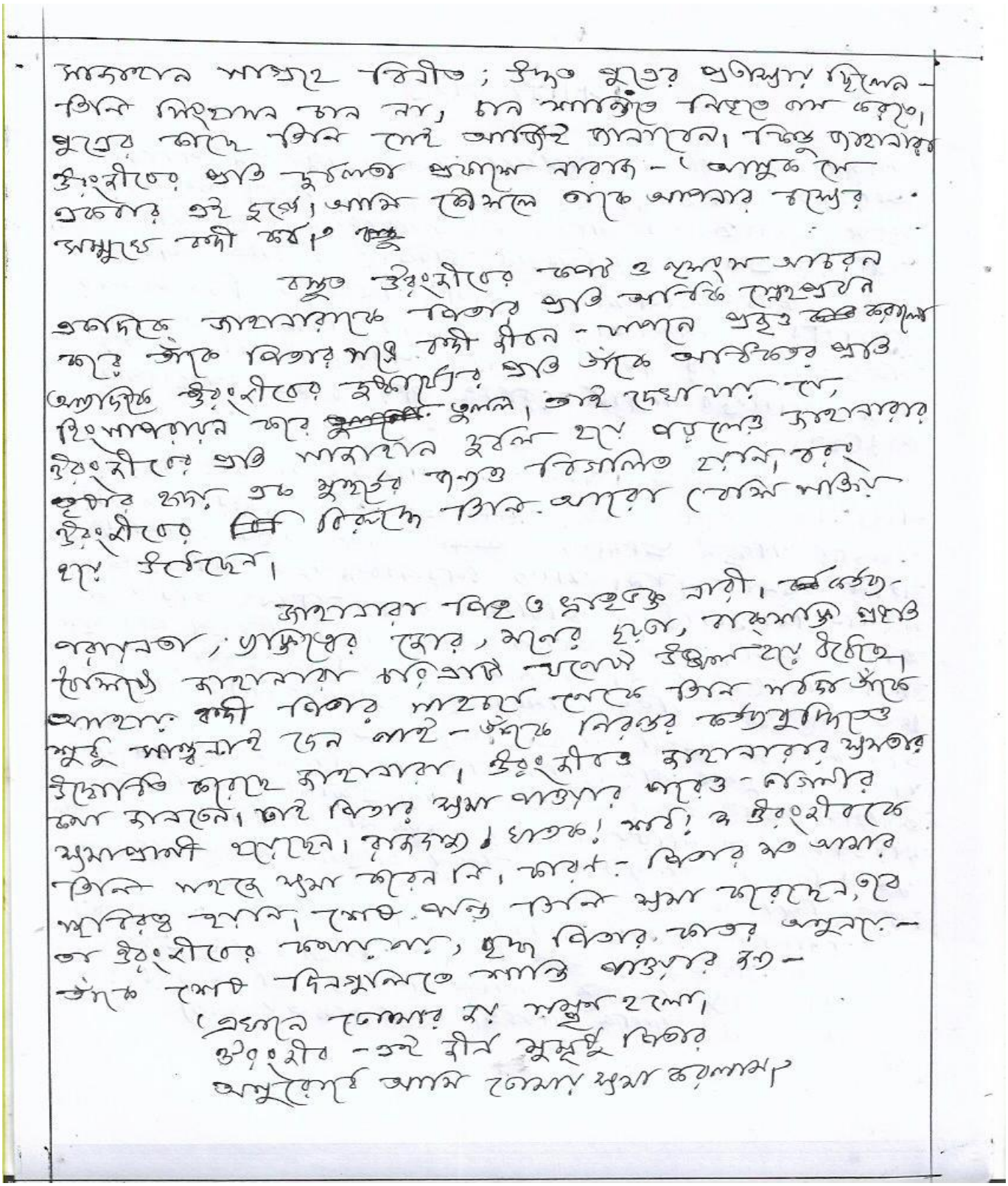
প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জাহানারার প্রথম অঙ্কের গতি উগ্র হল। তারপর থেকে আশ্রিতের কারণেই পরবর্তী ঘটনার চলল। প্রথম অঙ্কের সপ্তম জাহানারা অনিবার্য হয়ে প্রত্যয় চলল। প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে সাজাহান ঔরংজীব পুত্র মহম্মদের হাতে বন্দী হলেন। এখানেও পিতা - পুত্রীর চরিত্রের বিপরীত দেখা গেল।